শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত
সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০১	-	০১	-	০১	-	৬ মাস (১৬.৬%)	-	৫৭.৭৩ (২০%)

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ**
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ০১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**
সমাপ্ত প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**
কারিগরী বিভিন্ন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষন প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা	সুপারিশ
১ প্রাপ্ত পিসিআর এর সার্ভে/ স্টাডি ও সান্ড্রি খাতে যথাক্রমে ৫০.২২ ও ১৩.১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে যথাক্রমে ৫০.৫২ ও ১৩.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ দুটি খাতে বরাদ্দের চেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্ত:খাত সমন্বয় করার বিধান থাকলেও, ডিপিইসির সভা আহবান ও এর সুপারিশের মাধ্যমে আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।	১ পিসিআর এর প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, সার্ভে/স্টাডি ও সান্ড্রি খাতে বরাদ্দের চেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সংস্থার কাছে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা চাইবে এবং আন্ত:খাত সমন্বয় করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা- এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করবে।
২ পরিদর্শনের সময় মূল্যায়নের জন্য জরুরী প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য (যেমন; অতিরিক্ত ব্যয়, বিস্তারিত ট্রেনিং কার্যক্রম ইত্যাদি) ঠিকমতো পাওয়া যায়নি। প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের (বিশেষ করে আইএলও) কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ও সময়মতো ফিডব্যাক পাওয়া যায়নি। ফলে মূল্যায়ন কাজে বিঘ্ন ঘটেছে।	২ ভবিষ্যতে উন্নয়ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পে মনিটরিং এবং প্রকল্প সংক্রান্ত অগ্রগতিসহ বিভিন্ন তথ্য আইএমইডিকে সময়মতো প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রোমোটিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি এন্ড প্রিভেন্টিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এট ওয়ার্কপ্লেস

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন ২০১৩)

১। প্রকল্পের নাম : প্রোমোটিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি এন্ড প্রিভেন্টিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এট ওয়ার্কপ্লেস।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।

৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সংশোধিত			
২৯৯.২০ - ২৯৯.২০	৩৬০.৬১ - ৩৬০.৬১	৩৫৬.৯৩ - ৩৬৫.৯৩	০১ জানু, ২০১০ হতে ৩১ ডিসে ২০১২	০১ জানু, ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১৩	০১ জানু, ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১৩	৫৭.৭৩ (২০%)	৬ মাস (১৬.৬%)

৬। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৬.১। পটভূমিঃ আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইতোপূর্বে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হতো না। যদিও বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে নারীদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংশগ্রহণ রয়েছে এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীর কর্মসংস্থান ও শিক্ষার হার বাড়লেও নারীরা তাদের অধিকার সর্ম্পকে সচেতন নয়। সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি, স্বাস্থ্যনীতি ও নারী উন্নয়ন নীতি প্রভৃতি প্রণয়ন করেছে। নারীরা অধিকার সচেতন না হওয়ায় প্রায়শই তাদের সহকর্মী ও অন্যদের দ্বারাও সহিসংসতা এবং যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতা তৈরি করা। কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২। উদ্দেশ্যঃ সামাজিক পরিবর্তন আনার মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ হ্রাস করা এবং তাদের সমতায়ন ও ক্ষমতায়নের উপায় অনুসন্ধান করা বর্তমানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য প্রয়োজন নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, উপযোজন ও বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে যোগ্যতা শক্তিশালীকরণ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ও নির্যাতিতদের সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো:

- কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রোধকল্পে আইএলও'র ব্যবহারবিধি (code of practice) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপযোগী করা,
- মালিক, ম্যানেজার, সুপারভাইজার, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য অংশীদারদের সচেতন করা,
- নারী চাকুরি-প্রত্যাশীদের মধ্যে অধিকতর সচেতনতা গড়ে তোলা,
- নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতার ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্বন্ধে জ্ঞানের সম্প্রসারন ঘটানো।

৬.৩। **প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যঃ**

(ক) প্রকল্পটির মূল টিপিপি মোট ২৯৯.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১০/১২/২০০৯ তারিখে তৎকালীন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(খ) পরবর্তীতে ০৯/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করে ৩৬০.৬১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১৩ নির্ধারন করে প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সংশোধিত হয়।

৭। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার উন্নয়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধকল্পে পরামর্শ কর্মশালা ও অংশীদারদের সভা, বেইজলাইন সার্ভে, নারী গৃহকর্মী ও নারী অভিবাসীদের ওপর গবেষনা, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার উন্নয়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধকল্পে প্রশিক্ষণ মড্যুল তৈরি করা, সরকারি কর্মকর্তা, মালিক, শ্রমিক, NGO ও CBO দের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার উন্নয়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধকল্পে প্রচারমূলক টুলস্ তৈরি করা এবং গৃহকর্মী ও অভিবাসী নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

৮। **প্রকল্প পরিচলক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদ কাল	
		শুরু	মেয়াদ কাল
১।	জনাব মো. আবদুর রাজ্জাক, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	০৯/১২/২০০৯	২৭/১১/২০১১
২।	জনাব মাহফুজার রহমান সরকার, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	২৭/১১/২০১১	১৬/০৯/২০১২
৩।	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	১৬/০৯/২০১২	৩০/০৬/২০১৩

৯। প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী সংস্থান এবং অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি সংস্থান ও লক্ষ্যমাত্রা			মোট ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০১০-১১	৯৫.০৮	-	৯৫.০৮	৯৫.০৮	-	৯৫.০৮
২০১১-১২	১৪৭.৭৭	-	১৪৭.৭৭	১৪৭.৭৭	-	১৪৭.৭৭
২০১২-২০১৩	১১৭.৭৫	-	১১৭.৭৫	১১৪.৭৭		১১৪.৭৭
মোট	**৩৬০.৬১**	**-**	**৩৬০.৬১**	**৩৫৬.৯৩**	**-**	**৩৫৬.৯৩**

১০। **প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):**

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	রাজস্ব খাত					
১	জনবল	২জন	৯৬.৯৬	২জন	৯৫.০১ (৯৭%)	১০০%
২	কনসালটেন্ট	১ জন	১.১১	১ জন	১.১১ (১০০%)	১০০%
৩	প্রশিক্ষণ	৩১১	১৪৭.৯৭	৩১১	১৪১.৯৬(৯৮%)	১০০%
৪	প্রিন্ট/ প্রকাশনা	থোক	২৪.২৩	থোক	২৩.৫৮(৯৭%)	১০০%
৫	সার্ভে/ স্টাডি	৩ টি	৫০.২২	৩ টি	৫০.৫২(১০১%)	১০০%
৬	ওয়ার্কশপ /সেমিনার	৯টি	১৭.০৯	৯টি	১৪.৯৬ (৯৪%)	১০০%
৭	স্টেশনারী	থোক	০.২০	থোক	০.২০ (১০০%)	১০০%

৮	সাম্ড্রি	থোক	১৩.১৬	থোক	১৩.৬৩ (১০৩%)	১০০%
৯	ভ্রমন (দেশের অভ্যন্তরে)	থোক	৯.৯৪	থোক	৯.৮৬ (৯৯%)	১০০%
	মূলধন খাত					
১০	যন্ত্রপাতি	থোক	৪.৬৬	থোক	৪.৬৬ (১০০%)	১০০%
১১	আসবাবপত্র	থোক	১.৪৩	থোক	১.৪৩ (১০০%)	১০০%
	মোট		**৩৬০.৬১**		**৩৫৬.৯৩(৯৯%)**	**১০০%**

১১। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ</u> পিসিআর ও পরিদর্শন কালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১২। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিবরণঃ

১২.১ **জনবলঃ** প্রকল্পের জনবল খাতে ৯৬.৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৫.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে ।

১২.২ **প্রশিক্ষণঃ** প্রশিক্ষণ খাতে ১৪৭.৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৪১.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে । টিপিপি অনুযায়ী মোট ৩১১টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে।

১২.৩ **প্রিন্ট/প্রকাশনাঃ** প্রিন্ট/প্রকাশনা খাতে ২৪.২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৩.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

১২.৪ **ওয়ার্কশপ /সেমিনারঃ** টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৯টি ওয়ার্কশপ /সেমিনার ১৪.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আয়োজিত হয়েছে। এখাতে ১৭.০৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল।

১২.৫ **সার্ভে/স্টাডিঃ** সার্ভে/স্টাডি খাতে ৩টি স্টাডি বাবদ ৫০.২২ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু এখাতে বরাদ্দের বিপরীতে খরচ হয়েছে ৫০.৫২ লক্ষ টাকা, অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে ০.৩০ লক্ষ টাকা।

১২.৬ **সাম্ড্রিঃ** সাম্ড্রি খাতে ১৩.১৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু এখাতে বরাদ্দের বিপরীতে খরচ হয়েছে ১৩.৬৩ লক্ষ টাকা, অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে ০.৪৭ লক্ষ টাকা।

১২.৭ এছাড়া কনসালটেন্ট খাতে ১.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ জনমাস ভিত্তিতে দেশিয় পরামর্শকের পরামর্শ সেবা নেয়া হয়েছে। স্টেশনারী, ভ্রমন (দেশের অভ্যন্তরে), যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র প্রভৃতি খাতে সংস্থান অনুযায়ী অর্থ ব্যয়িত হয়েছে।

১৩। ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যঃ

এই কারিগরী সহায়তা প্রকল্পে বড় ধরনের কোন ক্রয় কার্যক্রম ছিলনা। তবে কিছু যন্ত্রপাতি যথাঃ ৩টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপিয়ার, কিছু আসবাবপত্র এবং স্টেশনারী দ্রব্যাদি কেনা হয়েছে। সকল ক্রয় কার্যক্রম আইএলওর নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

১৪। <u>পরিদর্শন বর্ণনাঃ</u>

''প্রোমোটিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি এন্ড প্রিভেন্টিং ভায়োলেন্স এগেইন্স্ট উইমেন এট ওয়ার্কপ্লেস'' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে গত ১৮/০৫/২০১৪ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক জানান, এই কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি স্থায়ী ও কার্যকর পদ্ধতিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার উন্নয়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধকল্পে পরামর্শ কর্মশালা ও অংশীদারদের সভা আয়োজিত হয়েছে। ইপিজেড, চিংড়িচাষ প্রকল্প, চা বাগান, পোশাক কারখানা ও হাসপাতালে করা বেইজলাইন সার্ভে থেকে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে। সার্ভেগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট এবং প্রয়োজনানুযায়ী অন্যান্য এলাকাতে পরিচালনা করা হয়। এই সার্ভে রিপোর্টগুলো সময়মতো পাওয়া গেছে এবং কাজে লাগানো হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রোধকল্পে আইএলও'র ব্যবহারবিধি (code of practice) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপযোগী করা হয়েছে এবং তা ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানানো হয়।

আইএলও'র প্রোগ্রাম অফিসার জানান নারী গৃহকর্মী ও নারী অভিবাসীদের ওপর গবেষনা করা এ প্রকল্পের একটি অন্যতম কাজ যা ইতিমধ্যে করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার উন্নয়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধকল্পে একটি প্রশিক্ষণ মড্যুল তৈরি করা হয়েছে এবং ব্যবহৃত হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা, মালিক, শ্রমিক, NGO ও CBO দের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে এবং ভাল রেসপন্স পাওয়া গেছে বলে জানান। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার উন্নয়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধকল্পে প্রচারমূলক টুলস্ (প্রচারপত্র, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি) তৈরি করা হয়েছে। গৃহকর্মী ও অভিবাসী নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কাজ করা হয়েছে।

প্রকল্পটির অংশ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য Workshop ও Training Programme এর আয়োজন করা হয়েছে। মন্ত্রনালয়ে কর্মরত ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের এবং NGO এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, NGO ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে Workshop এর আয়োজন করা হয়েছে, যাতে করে কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায় এবং এ বিষয়ে বর্তমান আইনী কাঠামো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অত্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা জানান ওয়ার্কশপগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এর কয়েকটি ওয়ার্কশপে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে এবং জেন্ডার সমতা আনয়নের উপর অংশগ্রহণমূলক আলোচনা হয়েছে এবং অংশগ্রহণকারীসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটেছে বলে তিনি জানান।

১৫। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

উদ্দেশ্যে	অর্জন
□ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রোধকল্পে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আইএলও'র ব্যবহারবিধি (code of practice) উপযোগী করা, □ মালিক, ম্যানেজার, সুপারভাইজার, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য অংশীদারদের সচেতন করা, □ নারী চাকুরি-প্রত্যাশীদের মধ্যে অধিকতর সচেতনতা গড়ে তোলা, □ নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতার ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্মন্ধে জ্ঞানের সম্প্রসারন ঘটানো।	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আইএলও'র ব্যবহারবিধি (code of practice) উপযোগী করা হয়েছে। প্রকল্পটি এর সচেতনতাবৃদ্ধি, এসংক্রান্ত জ্ঞানের সম্প্রসারণসহ অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়েছে। লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রকল্পের আওতায় নিধারিত প্রশিক্ষণ, মিটিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৫.১। **<u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u>** সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর হতে এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৬। <u>সমস্যাঃ</u>

১৬.১ প্রাপ্ত পিসিআর এর সার্ভে/ স্টাডি ও সান্ড্রি খাতে যথাক্রমে ৫০.২২ ও ১৩.১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে যথাক্রমে ৫০.৫২ ও ১৩.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ দুটি খাতে বরাদ্দের চেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্ত:খাত সমন্বয় করার বিধান থাকলেও, ডিপিইসির সভা আহবান ও এর সুপারিশের মাধ্যমে আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

১৬.২ পরিদর্শনের সময় মূল্যায়নের জন্য জরুরী প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য (যেমন; অতিরিক্ত ব্যয়, বিস্তারিত ট্রেনিং কার্যক্রম ইত্যাদি) ঠিকমতো পাওয়া যায়নি। প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের (বিশেষ করে আইএলও) কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ও সময়মতো ফিডব্যাক পাওয়া যায়নি। ফলে মূল্যায়ন কাজে বিঘ্ন ঘটেছে।

১৭। <u>সুপারিশঃ</u>

১৭.১ পিসিআর এর প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, সার্ভে/স্টাডি ও সান্ড্রি খাতে বরাদ্দের চেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সংস্থার কাছে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা চাইবে এবং আন্ত:খাত সমন্বয় করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা- এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করবে।

১৭.২ ভবিষ্যতে উন্নয়ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পে মনিটরিং এবং প্রকল্প সংক্রান্ত অগ্রগতিসহ বিভিন্ন তথ্য আইএমইডিকে সময়মতো প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।